ছন্দোমঞ্জরী

পদ্য-এর বিভাগ ও সংজ্ঞা

(ক) **ছন্দঃ কাকে বলে** ছন্দঃ শব্দের অর্থ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। যেমন— পাণিনির মতে আনন্দ বাচক 'চন্দ' ধাতু থেকে ছন্দঃ নিষ্পন্ন। অতএব যা আনন্দিত করে তার নাম ছন্দঃ। যাস্কের মতে আচ্ছাদন অর্থে ছন্দঃ। অর্থ হবে, যা অশুভ ভাবকে আচ্ছাদিত করে মনোভাবকে সুষম ও শোভনরূপ দেয়, তাকে ছন্দঃ বলে।

সাহিত্যের দুটি ধারা বা রূপ (১) গদ্য ও পদ্য। প্রসঙ্গানুসারে আমাদের আলোচ্য বিষয়—পদ্য।

(খ) **পদ্য কাকে বলে** পদ্যের স্বরূপ সম্পর্কে আলঙ্কারিকদের অভিমত হলো— **'ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যম্'**। অর্থাৎ ছন্দ দ্বারা নিবদ্ধ পদকে পদ্য বলা হয়। এখানে প্রযুক্ত 'পদ' শব্দটির অর্থ বৈয়াকরণ মতে 'সুপ্তিঙন্তং পদম্'—সুবন্ত নাম প্রকৃতি ও তিঙন্ত ধাতুপ্রকৃতি ধরা হলে বলা হবে ছন্দ দ্বারা নিবদ্ধ বা গ্রথিত পদসমষ্টির নাম পদ্য। তবে প্রসঙ্গ অনুসারে এস্থলে ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গাদাসের মতই স্বীকার্য। তিনি পদ্যের বিভাগ নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্লোকের এক একটি চরণ বা একচতুর্থাংশকে পদ নামে চিহ্নিত করেছেন **'পদ্যং চতুষ্পদী'**। অর্থাৎ চারটি পদ বা চরণ বিশিষ্ট রচনার নাম পদ্য।

ছন্দঃশাস্ত্র রচয়িতা এই ছন্দোবদ্ধ চতুষ্পদ সম্বলিত পদ্যকে দুভাগে ভাগ করেছেন।

(গ) **পদ্যের ভাগ—**

'পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা'।

অর্থা তচারটি পদ বা চরণ সম্বলিত রচনাকে পদ্য বলা হয়, আর সেই পদ্য 'বৃত্ত' ও 'জাতি' ভেদে দুপ্রকরা।

(ঘ) **বৃত্ত কাকে বলে** 'বৃত্তমক্ষর সংখ্যাতম্' অক্ষরগণনা নিয়মে নিবদ্ধ পদ্যের নাম বৃত্ত।

(ঙ) **বৃত্তচ্ছন্দের ভাগ** ছন্দোমঞ্জরীকার বৃত্তছন্দগুলিকে বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, সমমর্ধসমং বৃত্তং বিষমঞ্চেতি ত্রিধা। **(১) সম, (২) অর্ধসম ও (৩) বিষম।**

১। ('সমং সমচতুষ্পাদম্')

২। (ভবত্যর্ধসমংপুনঃ। আদিস্তৃতীয়বদ্ যস্য পাদস্তুর্যা দ্বিতীয়কম্।)

৩। (ভিন্নচিহ্নচতুষ্পাদং বিষমং পরিকীর্তিতম্।')

(চ) **সমবৃত্ত** যে ছন্দের চারটি চরণই সমান সমান অক্ষরে নিবদ্ধ, তাকে সমবৃত্ত বলে।

Scanned with CamScanner

যেমন তনুমধ্যা প্রভৃতি। তনুমধ্যাছন্দের প্রতিটি চরণে ৬টি করে অক্ষর থাকবে। থা ভট্টিতে—

১ম পাদ—নশ্যন্তি দদর্শ—৬ অক্ষর

২য় পাদ—বৃন্দানি কপীন্দ্র—৬ অক্ষর

৩য় পাদ—হারীণ্যবলানাং—৬ অক্ষর

৪র্থ পাদ—হারীণ্যবলানাং—৬ অক্ষর।

(ছ) **অর্ধসমবৃত্ত** যে ছন্দের অর্ধেক অর্ধেক সমান হয় অর্থাৎ প্রথম পাদের অক্ষর-সংখ্যা তৃতীয় পাদের অক্ষরের সমান এবং দ্বিতীয় পাদের অক্ষরের সংখ্যা চতুর্থপাদের অক্ষরের সমান হয় তাকে অর্ধসমবৃত্ত বলে। (২) যেমন পুষ্পিতাগ্রা প্রভৃতি। পুষ্পিতাগ্রা ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদে ১২টি করে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে ১৩টি করে অক্ষর থাকে।

যথা অভিজ্ঞান শকুন্তলে—

১ম পাদে—তুরগক্ষুরহতস্তথাদি রেণু ১২ অক্ষর

২য় পাদে—বিটপবিযক্ত জলার্দ্র বল্কলেষু ১৩ অক্ষর

৩য় পাদে—পততি পরিণতারুণ প্রকাশ ১২ অক্ষর

৪র্থ পাদে—শলভসমূহ ইবাশ্রমদ্রুমেষু ১৩ অক্ষর

(জ) **বিষমবৃত্ত** যার চারটি চরণে অক্ষরসংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন তাকে বিষম বৃত্ত বলে। যথা উদগতাছন্দ প্রভৃতি। উদগতা ছন্দের ১ম ও ২য় পাদে ১০টি অক্ষর কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন গণ এবং ৩য় পাদে ১১ ও চতুর্থ পাদে ১৩টি অক্ষর থাকে।

যথা—

১ম পাদে—অথ বাসবস্য বচনেন—১০ অক্ষর স. জ. স. ল.

২য় পাদে—রুচিরবদন স্ত্রিলোচনম্—১০ অক্ষর ন. স. জ. গ.

৩য় পাদে—ক্লান্তিরহিতমভিধারয়িতুং—১১ অক্ষর ভ. ন. জ. ল. গ.

৪র্থ পাদে—বিধিবত্তপাংসি বিদধে ধনঞ্জয়ঃ—১৩ অক্ষর স. জ. স. জ. গ.

(ঝ) **জাতি কাকে বলে** জাতিতে অক্ষরের মাত্রার সংখ্যাগণনা করা হয়। জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ। মাত্রাভিত্তিক ছন্দকে বলা হয় জাতি। তারও তিনটি শ্রেণী আছে। যথা—আর্যা, বৈতালীয় ও মাত্রাসমক।

(ঞ) **মাত্রা** হ্রস্ব বর্ণগুলির একমাত্রা, দীর্ঘ বর্ণের দুমাত্রা, প্লুতের (সম্বোধন পদের) তিনমাত্রা আর স্বরবিহীন ব্যঞ্জনের (ক্ প্রভৃতি) অর্ধমাত্রা ধরা হয়। সুতরাং বর্ণমাত্রই একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক হতে পারে। এই ক্রম অনুসারে মাত্রার গণনা ধরে জাতি ছন্দ নির্ণয় করা হয়। সহজভাবে লঘু হবে একমাত্র ও গুরু দুমাত্রা।

Scanned with CamScanner

(ট) **গণ পরিচয়** ছন্দঃ শাস্ত্রকার বৃত্ত ছন্দগুলির জন্য দশটি এমন সংকেত স্থ করেছেন, যে দশটি সংকেতদ্বারা সমস্ত বৃত্ত ছন্দ নির্ণয় করা যায়। ছন্দঃশাস্ত্রে বলেছেন—

ম্যরস্তজভ্নগৈর্লান্তৈরেভির্দশভিরক্ষরৈঃ।
সমস্তং বাঙ্ময়ং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যমিব বিষ্ণুণা।।

ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ, এবং ল এই দশটি অক্ষরে সমস্ত বৃত্ত পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ এই দশটি অক্ষর দ্বারা যে সঙ্কেতগুলি করা হবে, তার দ্বারা সমস্ত বৃত্তছন্দ বুঝা পারা যাবে। বিষ্ণু যেমন ত্রিভুবন ব্যেপে আছেন, সেরূপ উক্ত দশটি অক্ষর দ্বারা স বৃত্ত পরিব্যাপ্ত। উল্লিখিত দশটি অক্ষরই ছন্দঃশাস্ত্রে দশটি গণ নামে চিহ্নিত হয়। দ গণের মধ্যে গ এবং ল বাদে আটটি গণ তিনটি তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত, গ এ [illegible] লঘুবর্ণের পরিচায়ক। এই গণগুলির উল্লেখ দ্বারা সমস্ত ছ লঘু গুরু বর্ণবিন্যাস অতি সংক্ষেপে সহজে বুঝা যায়। দশটি গণের লক্ষণ বা বর্ণবি বিষয়ে ছন্দঃশাস্ত্রের নির্দেশ হলো—

মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ ন কারো
ভাদিগুরুঃপুনরাদি লঘুর্যঃ।
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ
সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ।।
গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।
ক্রমেণ চৈষাং রেখাভিঃ সংস্থানং দৃশ্যতে যথা।।

এখানে লক্ষণীয় যে, উক্তগণগুলি গুরুবর্ণ ও লঘুবর্ণের উপরই নির্ভরশীল। লঘু ও গুরু বর্ণগুলিকে নির্দেশ করার জন্য দুরকম চিহ্নও নির্ণয় করা হয়ে ভারীতয় ছন্দঃশাস্ত্রমতে গুরুবর্ণ বোঝানোর জন্য S চিহ্ন এবং লঘুবর্ণ বোঝানোর (।) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। পাশ্চাত্ত্য মতে চিহ্নগুলি ভিন্ন ধরনের। যেমন গুরুবর্ণ চিহ্ন (–) এবং লঘুবর্ণের (∪) (বর্তমানে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পাশ্চাত্যদের চিহ্নগুলিই শেখান হয়। সে কারণ অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্য চিহ্ন দিয়েই গণ নির্ণয় দেখান হচ্ছে)।

(১) **মস্ত্রিগুরুঃ**—তিনটি বর্ণই গুরু হলে মগণ (– – –)
(২) **ত্রিলঘুশ্চনকারঃ**—তিনটি বর্ণই লঘু হলে নগণ (∪ ∪ ∪)
(৩) **ভাদিগুরুঃ**—প্রথম বর্ণটি গুরু ও শেষের দুটি লঘু হলে ভগণ (– ∪
(৪) **পুনরাদিলঘুর্যঃ**—প্রথম বর্ণটি লঘু ও শেষ দুটি গুরু হলে যগণ (∪ –
(৫) **জোগুরু মধ্যগতঃ**—মাঝের বর্ণটি গুরু হলে জগণ (∪ – ∪)

(৬) **রলমধ্যঃ**—মাঝের বর্ণটি লঘু, প্রথম ও শেষটি গুরু হলে রগণ (– ∪ –)

(৭) **সোঽন্ত গুরুঃ**—শেষের অর্থাৎ তৃতীয় বর্ণটি গুরু হলে সগণ (∪ ∪ –)

(৮) **কথিতোঽন্তলঘুস্ত**—শেষের অর্থাৎ তৃতীয় বর্ণটি লঘু হলে তগণ (– – ∪)

(৯) **গুরুরেকোগকারঃ**—একটি গুরু বর্ণ গগণ (–)

(১০) **লকারো লঘুরেককঃ**—একটি লঘু বর্ণ লগণ (∪)

সুতরাং ছন্দ নির্ণয় করার জন্য প্রথমে যে গণ নির্ণয় করতে হবে। তারজন্য প্রথমে শ্লোকের প্রতিটি চরণে যতগুলি বর্ণ আছে সেগুলিকে তিন তিন বর্ণে ভাগ করে শেষে যদি দুটি বা একটি বর্ণ থাকে তাহলে তাদের একটি একটি করে পৃথক ভাবে ধরতে হবে। তারপর প্রত্যেক বর্ণের মাথায় লঘু গুরুর চিহ্নগুলি বসিয়ে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে গণগুলি নির্ণয় করতে হবে।

যেমন ঃ-

জ	ত	জ	র
∪ – ∪	– – ∪	∪ – ∪	– ∪ –
ই দং কি	লা ব্যা জ	ম· নো হ	রং ব পুঃ

এখানে প্রথমে জগণ তারপর ত গণ তারপর জ গণ ও শেষে র গণ থাকায় বংশস্থবিল বৃত্ত। যেহেতু বংশস্থবিল বৃত্তের লক্ষণ—'বদন্তি বংশস্থবিলংজতৌজরৌ'।

Scanned with CamScanner